দৈনিক ইত্তেফাক

OCT. 1 7 1999
পৃঃ 2 কলাম 2

ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাল্পনিক তথ্য প্রকাশ করায় রংপুরবাসীর মাঝে ক্ষোভ

রংপুর থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি রংপুরের একটি মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে ঢাকার গুটিকয়েক চিহ্নিত পত্র-পত্রিকায় মনগড়া কিছু তথ্যসম্বলিত খবর প্রকাশিত হওয়ায় রংপুরের জনগণ ও সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে এহেন কাল্পনিক তথ্যসম্বলিত খবরের প্রতিবাদে রংপুরে ইতিমধ্যেই বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে ওলামায়ে কেরাম পত্র-পত্রিকায়

৮-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

রংপুরবাসীর মাঝে ক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে তারা বলেছে, ইসলাম বিদ্বেষী একটি মহল দীর্ঘদিন থেকে রংপুরে মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির এক অশুভ চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে এবং এ লক্ষ্যেই তারা জেলার বিভিন্ন স্থানে কারণে-অকারণে মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে তারা বরাবরই ব্যর্থ হয়ে তাদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে অবশেষে হাত বাড়িয়েছে - জেলার মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। আর এক্ষেত্রে তারা রংপুরের দারুল উলুম মাহমুদিয়া মাদ্রাসাকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। উক্ত মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে পত্রিকায় কাল্পনিক তথ্যসম্বলিত কিছু সংবাদ পরিবেশন করে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। বিবৃতিতে তাঁরা আরও বলেছেন, ইসলাম বিদ্বেষী উক্ত মহলটি ইসলাম এবং ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের যে পায়তারা শুরু করেছে তাতে তারা স্থানীয় সাংবাদিকদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে। তাদেরকে ভুল তথ্য দিয়ে পত্রিকায় একের পর এক মিথ্যা খবর পরিবেশন করে চলেছে। তাঁরা সমাজের দর্পন সাংবাদিকদের কোন মহলের চক্রান্তের শিকার না হয়ে নিরপেক্ষভাবে ঘটনার সত্যতা যাচাই পূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রকৃত ঘটনা পত্রিকার পাতায় তুলে ধরার আহবান জানিয়েছেন। বিবৃতি দাতারা হলেন, ইসলামী ঐক্যজোট রংপুর জেলা শাখার সভাপতি মকবুল আহমেদ, সম্পাদক নুরুল ইসলাম জেহাদী, খেলাফত মজলিস রংপুর শাখার সভাপতি তৈয়ব মন্ডল, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, ইসলামিক মোর্চা রংপুর শাখার সভাপতি মাওঃ মকবুল আহমেদ, সম্পাদক নুরুল ইসলাম, মাদ্রাসা সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি মকবুল আহমদ দাদা হুজুর, সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।